

سُورَةُ سَبَأٍ مَكِّيَّةٌ

৩৪-সূরা সাবা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৫৫ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সকল প্রশংসা আল্লাহর, আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার । এবং পরকালেও সকল প্রশংসা তাঁহারই, এবং তিনি পরম সর্বজ্ঞাতা ।

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَهُ الْمَحْدُ فِي الْأَوْرَاقِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ②

৩। যাহা কিছু যমানে প্রবেশ করে এবং যাহা কিছু উহা হইতে নির্গত হয়, এবং যাহা কিছু আকাশ হইতে নামেল হয়, এবং যাহা কিছু উহাতে আরোহণ করে সবই তিনি জানেন, তিনি পরম দয়াময়, অতীব ক্রমাশীল ।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ
الْغَفُورُ ③

৪। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, ‘আমাদের উপর (ঋণসের) নির্ধারিত মুহূর্ত আসিবে না ।’ তুমি বল, ‘না, বরং আমার প্রতিপালকের কসম ! যিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সমাক জ্ঞাত, উহা তোমাদের উপর নিশ্চয় আসিবে । আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে অবস্থিত কোন পরমাণু পরিমাণ বস্তুও অথবা উহা হইতে ক্ষুদ্রতর অথবা উহা হইতে বৃহত্তর বস্তুও আল্লাহ হইতে গোপন নহে, বরং সব কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিখা আছে,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ④

৫। যেন তিনি তাহাদিগকে প্রতিদান দেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে । ইহারাই ঐ সকল লোক যাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সন্মানজনক রিযক নির্ধারিত আছে ।’

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑤

৬। কিন্তু যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে বার্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারা এই সকল লোক যাহাদিগকে নিকৃষ্ট প্রকারের যন্তপাদায়ক আযাব দেওয়া হইবে ।

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ يَرْحَمُ ⑥

৭। এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে তোমার প্রতি

وَيَرَى الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمَ الَّذِي نَزَّلَ إِلَيْكَ مِنَ

যাহা নাযেন করা হইতেছে ইহা সত্য এবং ইহা মহা পরাক্রমশালী, অতীব প্রশংসাময় সত্তার পশ্চের দিকে পরিচালিত করিতেছে ।

৮ । এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, (হে লোক সকল !) ‘আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সজ্ঞান দিব যে তোমাদিগকে এই সংবাদ দিয়া বেড়ায় যে, যখন তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে, তখন নিশ্চয় তোমরা আবার নতুন সৃষ্টির আকারে উদ্ভিত হইবে ?

৯ । সে কি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রটনা করিতেছে অথবা সে উন্মাদ ? না, বরং যাহারা পরকালের উপর ঈমান আনে না তাহারা আযাব এবং ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া আছে ।

১০ । তাহারা কি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সকল জিম্মির প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, যাহা তাহাদের সম্মুখে এবং তাহাদের পশ্চাতে (তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া) আছে ? আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভূগর্ভে পুতিয়া দিতে পারি অথবা আকাশের কিছু খণ্ড তাহাদের উপর ফেলিয়া দিতে পারি । নিশ্চয় ইহাতে (আল্লাহ্‌র প্রতি) প্রত্যেক বিনয়ী বান্দার জন্য নিদর্শন আছে ।

১১ । এবং নিশ্চয় আমরা দাউদকে আমাদের তরফ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) ‘হে পবিত্র সকল ! তোমরা তাহার সঙ্গে (আল্লাহ্‌র) পুনঃপুনঃ গুণ কীর্তন কর, এবং হে পক্ষীকুল তোমরাও ।’ এবং আমরা তাহার জন্য লোহাকে নরম করিয়া দিয়াছিলাম ।

১২ । (এবং বলিয়াছিলাম যে,) ‘তুমি পূর্ণ লম্বাকৃতির বর্ম প্রস্তুত কর এবং (উহার) আংটা বুননে পরিমিত মাপ রাখ । এবং (হে দাউদের সঙ্গীগণ !) তোমরা সংকম কর; তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তৎসমক্ষে নিশ্চয় আমি সমাক দ্রষ্টা ।’

১৩ । এবং সুলায়মানের জন্য এমন বায়ু (প্রবাহিত করিয়াছিলাম) যাহার সকালের গতি এক মাসের (সফরের) সমান এবং সন্ধ্যার গতিও এক মাসের (সফরের) সমান হইত । এবং আমরা তাহার জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করিয়াছিলাম । এবং একদল জিম্মকেও তাহার অধীন করিয়াছিলাম, যাহারা তাহার প্রতিপালকের আদেশে তাহার

رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ
الْحَنِيدِ ①

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَذُكُمُ عَلَىٰ رَجُلٍ يَتَخَفَتُهُ
إِذَا مُرِفْتُمْ كُلَّ مَرْبِقٍ فَأَنكَّرُوا لِفَتَىٰ حَلِيِّ جَدِيدٍ ①

أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ①

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءُ نَغْنِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسُوقُ
عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقُلِّ عَبْدٍ
عَلِيمٍ ①

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مَنَّا فَضْلًا وَجَعَلْنَا آيَاتٍ مَّعَهُ وَ
الطَّاغُوتِ وَأَتَيْنَاهُ الْهَدْيَ الْوَحِيدَ ①

أَنِ اغْمَسْ سِيفَ وَ قَدَّرْنَا السَّيْرَ وَاعْلَمْنَا صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ①

وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْوَيْلَيْنِ نَاحِثَةً لِّمَا كَانَ يَفْعَلُ لَخِيبُ
أَسْلَمْنَا لَهُ الْوَيْلَيْنِ نَاحِثَةً لِّمَا كَانَ يَفْعَلُ لَخِيبُ
يَذِيهِ بِأَذْيِ رَبِّهِ وَمَنْ يَنْزِعْ مِنْهُمْ مِّنْ أَمْرٍ لَا يَذِيهِ
مِنْ عَذَابِ السَّوْءِ ①

অনুগত হইয়া কাজ করিত ।' এবং (বলিয়াছিলাম যে,) তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের আদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া নইবে, আমরা তাহাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের আশাব ভোগ করাইব ।

১৪ । সে (সুলায়মান) যাহা চাহিত তাহারা তাহার জন্য উহাই নির্মাণ করিত যথা : ইবাদতস্থানাসমূহ, চালাইকরা প্রতিমূর্তিসমূহ, পুকুর সদৃশ গামলাসমূহ এবং সর্বদা (চুল্লিতে) রাধা বড় বড় ডেগসমূহ । (আমরা বলিয়াছিলাম) হে দাউদের বংশধর ! 'তোমরা শোকর গুয়ারীর সহিত কাজ করিয়া যাও;' কিন্তু আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্প লোকই শোকরগুয়ার ।

১৫ । অতঃপর যখন আমরা তাহার মৃত্যু ঘটাইলাম তখন তাহাদিগকে তাহার মৃত্যুর শ্ববর দিন কেবল মাটির একটি পোকা, যাহা তাহার (রাজ-) দণ্ডটি স্বাইতেছিল । অতঃপর যখন উহা পড়িয়া গেল তখন জিন্নগণ স্পষ্টভাবে বঝিতে পারিল যে, তাহারা যদি অদৃশের জ্ঞান রাখিত, তাহা হইলে তাহারা লাক্ষ্যজনক আশাবে পড়িয়া থাকিত না ।

১৬ । সাবার জন্য তাহাদের নিজ আবাস ভূমিতে এক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল— (তাহাদের) দুইটি বাগান ছিল, একটি ছিল ডান দিকে, অপরটি ছিল বাম দিকে (আমরা বলিয়াছিলাম) 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রিয়ক হইতে খাও এবং তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর । (তোমাদের শহর) একটি সুন্দর শহর এবং (তোমাদের) প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল ।'

১৭ । কিন্তু তাহারা মুখ ফিরাইয়া নহিল, তখন আমরা তাহাদের উপর এক প্রবল ধ্বংসকারী প্রাবন পাঠাইলাম । এবং তাহাদিগকে তাহাদের সেই উত্তম দুইটি বাগানের পরিবর্তে বিসাদ ফল, ঝাউ এবং অল্প কিছু কুল বৃক্ষ বিশিষ্ট দুইটি বাগান দান করিলাম ।

১৮ । আমরা তাহাদিগকে তাহাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন এই প্রতিফল দিয়াছিলাম, এবং আমরা কেবল অকৃতজ্ঞ লোকদিগকেই এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি ।

১৯ । এবং আমরা তাহাদের মধ্যে এবং সেই সকল জনপদের মধ্যে যে ডলিতে আমরা বরকত ন্যায়ের করিয়াছিলাম, অন্য বহু জনপদ আবাদ করিয়াছিলাম যে ডলি দৃশ্যমান (পরস্পর

يَسْأَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَكَايَلٍ وَجَحَلٍ
كَالْجَوَابِ وَقَدْ دَرَسْنَاهُ لِمَا أَلْ دَاوُدَ شُكْرِهِ
وَلِيْلَ فَيَنْ عِبَادِي الشُّكُورَ ①

فَلَمَّا فَضَّيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا
رَابِيَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْشَاتِهِ فَلَمَّا عَزَّ تَجَلَّتْ
الْجَنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي
الْعَذَابِ الْمُبِينِ ②

لَقَدْ كَانَ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ فِي مَكِّيهِمْ آيَةٌ ۖ جَاءَتْهُمْ عَنْ يَسِينٍ
وَرِيشَالٍ هُ كُلُوا مِنْ زَرْعِيكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَهُ
طَيِّبَةً وَرَبِّ غُفُورٍ ③

فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
بِحَبْلَيْنِ مِنْهُمْ جُفَيْنَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلٍ خَشِيطٍ وَثَلِيٍّ
فِي سِنْدٍ قَلِيلٍ ④

ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرِينَ ⑤

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فِيهَا

মুখোমুখী এবং সন্নিবিষ্ট) ছিল এবং আমরা ঐগুলির মধ্যে সফরকে সংরক্ষণ ও সহজ করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'তোমরা উহাতে দিবা-রাত্রি নিরাপদে সফর কর ।'

২০। কিন্তু তাহারা (আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার পরিবর্তে) বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের সফরগুলির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দাও ।' এবং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যত্নম করিল; সুতরাং আমরা তাহাদের নাম মুছিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলাম ।

নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধর্মশীল ও কৃতজ্ঞ বান্দার জন্য বহু নিদর্শন আছে ।

২১। এবং ইবলীস তাহাদের সম্বন্ধে তাহার ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করিল, সুতরাং মো'মেনগণের এক দল বাতিরেকে তাহারা তাহার অনুসরণ করিল,

২২। অথচ তাহাদের উপর তাহার কোন আধিপত্য ও ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু ইহা এই জন্য যেন আমরা পরকালের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে ঐ সকল লোক হইতে স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করিয়া দিই যাহারা পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহে পড়িয়া আছে । বস্তুতঃ তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর উপর হিফায়তকারী ।

২৩। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে (মাবুদ বলিয়া) মনে কর, তাহাদিগকে তোমরা (সাহায্যার্থে) আহ্বান কর । তাহারা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে কোথায়ও অণু পরিমাণ বস্তুরও মালিক নহে, এবং এতদূত্বের (সহাধিকারের) মধ্যে তাহাদের কোন অংশ নাই এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ তাহার সাহায্যকারী নাই ।'

২৪। এবং তাহার দরবারে ঐ ব্যক্তির শাফায়াত (সুপারিশ) ব্যতীত, যাহাকে আল্লাহ্ (কাহারও জন্য শাফায়াত করার) অনুমতি দান করিবেন, কাহারও শাফায়াত ফলপ্রসূ হইবে না; এমন কি (যাহারা শাফায়াতের অনুমতি পাইবে) যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূরীভূত হইবে, তখন অন্য লোক তাহাদিগকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতিপালক এখন তোমাদিগকে কি বলিয়াছেন?' তাহারা বলিবে, 'তিনি সত্যই বলিয়াছেন,' বস্তুতঃ তিনি উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান ।

لَيْلَىٰ وَآيَاتِنَا ۝۱۵

فَقَالُوا رَبَّنَا بَدَّلْ بَيْنَ أَصْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرُوفٍ ۝۱۶
ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُكَلِّمُ مَن يَشَاءُ ۝۱۷

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا
فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱৮

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُوَفِّي
بِالْأُجُورِ وَمَنْ هُوَ وَهِيَ فِي شَأْنٍ ۚ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ حَافِظٌ ۝۱৯

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
وَشِقَالٌ ذُكِّرُوا فِي السَّلَٰوَةِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ
فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ ۚ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝۲০

وَلَا تَسْتَفْعِ الشَّفَاعَةُ عِنْدَكَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ
إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا
الْحَقُّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝২১

২৫। তুমি বল, 'আকাশসমূহ ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয়ক দেয়?' তুমি বল, 'আল্লাহ্।' এবং হয় আমরা অথবা তোমরা নিশ্চয় হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা প্রকাশ্য বিদ্রোহিত নিপতিত।'।

২৬। তুমি বল, 'আমরা যে অপরাধ করিয়াছি সেই সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না, এবং তোমরা যে কার্যকলাপ করিতেছ সেই সম্বন্ধে আমরাও জিজ্ঞাসিত হইব না।'।

২৭। তুমি বল, 'আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন; অতঃপর তিনি সত্য ও ন্যায়ের সহিত আমাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করিবেন; বস্তুতঃ তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী।'।

২৮। তুমি বল, 'তোমরা আমার সামনে তাহাদিগকে আন যাহাদিগকে শরীক করিয়া তোমরা তাহার সঙ্গে মিনাইতেছ; ইহা কখনও হইতে পারে না, বরং আল্লাহ্ই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।'।

২৯। এবং আমরা তোমাকে বিনাবাতিলক্রমে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।'।

৩০। এবং তাহারা বলিতেছে যে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?'

৩১। তুমি বল, 'তোমাদের জন্য একদিনের মিয়াদ নির্ধারিত আছে, যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাতেও থাকিতে পারিবে না এবং এক মুহূর্ত সম্মুখেও যাইতে পারিবে না।'।

৩২। এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে, 'আমরা এই কুরআনের উপর কখনও ঈমান আনিব না, এবং উহার উপরও (ঈমান আনিব) না যাহা ইহার সম্মুখে আছে।' এবং তুমি যদি (সেই সময়কে) দেখিতে পাইতে যখন যালেমদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে, তখন তাহারা একে অপরের সহিত বিতর্ক করিবে; যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, 'যদি তোমরা না থাকিতে তাহা হইলে আমরা অবশ্যই মো'মেন হইতাম।'।

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
وَإِنَّا أَوْلَىٰ لَكُمْ لَعَلَّ هُدًى آؤُنِي ضَلِّي مُبِينِ ①

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَنْ آجُرْمَنَا وَلَا تَسْأَلُونَنَا عَنْ قَاتِلُونَا ②

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا الْبَابَ وَهُوَ
الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ③

قُلْ أَدْرَأَيْتِ الَّذِينَ اتَّخَفْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ
اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
لِّكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑤

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ⑥

قُلْ لَّكُمْ فِيْعَادَ يَوْمٍ لَا تَسْأَلُونَهُ عَنْهُ سَاعَةً
هَٰ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ⑦

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تَأْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا
بِالَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ بِالْقَوْلِ
يَعُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ
لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ⑧

৩৩। (তখন) যাহারা অহংকার করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে বলিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত, ‘আমরা কি তোমাদের নিকট হেদায়াত আসিবার পর তোমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিয়াছিলাম ? না, বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে।’

৩৪। এবং যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইয়াছিল, তাহারা অহংকারীদিগকে বলিবে, ‘না, বরং (তোমাদের) রাত-দিনের মধ্যস্থতাই ছিল (যাহা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল), যখন তোমরা আমাদিগকে আদেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাহার সহিত অনেকে সমমর্যদাসম্পন্ন শরীক স্থির করি।’ এবং যখন তাহারা আযাব দেখিবে তখন তাহারা নিজেদের অনুতাপ গোপন করিবে, এবং যাহারা অস্বীকার করিয়া থাকিবে আমরা তাহাদের গলায় বেড়ী পরাইব, তাহারা যে কার্যকলাপ করিত উহা ছাড়া তাহাদিগকে অন্য কোন প্রতিফল দেওয়া হইবে না।

৩৫। এবং আমরা এমন কোন জনপদে কোন রসূল পাঠাই নাই যাহার বিভ্রাণী লোকেরা এই কথা বলে নাই যে, (হে রসূলগণ!) ‘তোমাদিগকে যে পয়গাম দিয়া পাঠানো হইয়াছে, নিশ্চয় আমরা উহা অস্বীকার করিতেছি।’

৩৬। এবং তাহারা ইহাও বলিত যে, ‘আমরা ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিতে অধিক, এবং আমাদিগকে কখনও আযাব দেওয়া হইবে না।’

৩৭। তুমি বল, ‘নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যাহার জন্য চাহেন রিয্ক (এর দ্বার) সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহা জানে না।’

৩৮। এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি এমন কোন বস্তু নহে যে, উহা তোমাদিগকে মর্যাদায় আমাদের নিকটবর্তী করিয়া দিবে, সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, এইরূপ লোকদিগকে তাহাদের কৃত-কর্মের জন্য শিওপ পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তাহারা বালাখানার মধ্যে শান্তির সহিত বসবাস করিবে।

৩৯। এবং যাহারা (আমাদিগকে) আমাদের নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে বার্থ করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে আমাদের সম্মুখে হাযির করা হইবে।

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالَّذِينَ اسْتَضَوْعُوا اَنَحْنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ ③

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَوْعُوا بِالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْيَلِي وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَن نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا وَسُرَّوْا الصِّدْقَ اَمَّا لَنَا رَاٰ الْعَذَابُ وَ جَعَلْنَا الْاَعْمَلُ فِيْ اَعْيَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُخَيَّرُونَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَسْتُلُوْنَ ④

وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُ مُتْرُوْهُنَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ⑤

وَقَالُوْا نَحْنُ الْاَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا نَّعْنُ وَّعَطِيْن ⑥

قُلْ اِنَّ رَّبِّيْ يَبْطِشُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ يَقْدِرُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ⑦

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَّلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّذِيْ نَقَرُّكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مِّنْ اَمْنٍ وَّعِلَ صٰلِحًا نَّاقُوْ بِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْفِرْقَةِ الْاٰثِرُونَ ⑧

وَالَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ فَاٰيٰتُنَا مُّحْضَرِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ⑨

৪০। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য চাহেন রিয্ক (এর দ্বারা) সম্ভ্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সংকীর্ণ করিয়া দেন। এবং তোমরা যাহা কিছু খরচ করিবে তিনি অবশ্যই উহার প্রতিদান দিবেন, বস্তুতঃ তিনি রিয্কদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

৪১। এবং যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনি ফিরিশ্বাদিগকে বলিবেন, 'ইহারা কি তোমাদের ইবাদত করিত ?'

৪২। তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, তাহাদের মোকাবেলায় একমাত্র তুমিই আমাদের অভিভাবক। বরং তাহারা আসনে জিল্লদের ইবাদত করিত, তাহাদের অধিকাংশই উহাদের উপর ঈমান রাখিত।'

৪৩। (কাফেরদিগকে বলা হইবে) 'সূতরাং আজ তোমাদের কেহ একে অপরের না উপকার করিতে পারিবে এবং না অপকার।' এবং আমরা হালেমগণকে বলিঃ 'তোমরা সেই আগুনের আশাব ভোগ কর, যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে।'

৪৪। এবং যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তাহাদিগকে আকৃতি করিয়া শুনানো হয় তখন তাহারা বলে, এই বাক্তি একজন মানুষ বৈ কিছুই নহে, যে তোমাদিগকে ঐ সকল অস্তিত্ব হইতে প্রতিরোধ করিতে চাহে যাহাদের ইবাদত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করিত।' এবং তাহারা ইহাও বলে, 'ইহা (কুরআন) মনগড়া মিথ্যা রচনা ছাড়া কিছুই নহে।' এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা সত্য সম্বন্ধে, যখন উহা তাহাদের নিকট সমাগত হয়, বলে, 'ইহা সুস্পষ্ট যাদু বাতীত কিছুই নহে।'

৪৫। এবং আমরা তাহাদিগকে (পূর্বে) এমন কোন কিতাব দিই নাই যাহা তাহারা আকৃতি করিয়া আসিতেছে; এবং তোমার পূর্বে তাহাদের নিকট কোন সতর্ককারীও পাঠাই নাই।

৪৬। এবং তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও (রসূলদিগকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অথচ আমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক

قُلْ إِنْ رَبِّي يَسُبُّهُ الزُّقَاتُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ مَا يَنْفَقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ غَافِلٌ عَنِ هُوَ خَيْرُ الزُّقَاتِينَ ۝

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَنِينًا ثَمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِنَّا كُنَّا بِعِبَادَتِهِمْ ۝

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝

فَالْيَوْمَ لَا يَنفَعُكَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْفُرُونَ ۝

وَإِذَا نَظَرْنَا عَلَيْهِمْ ابْتِغَاءَ جَنَابِ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا صُحُفٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْهَا كَانُوا يَعْبُدُونَ آبَاءَكُمْ وَ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا أَنْفُكَ مُفَرِّقَتُهُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَمْ يَنْجِ لَنَا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُضِيُّ ۝

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۝

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ وَ مَا يُلْفُوا وَمَعَسَاةُ ۝ مَا آتَيْنَاهُمْ مَكَدًا بُرْسِيَّ كَيْفَ كَانَ لَكُنْزٍ ۝

৫
[১২]
১১

দশমাংশেও পৌছিতে পারে নাই, তাহাশি ইহারা আমার প্রেরিত রসূলসমূহকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। সুতরাং (তাহারা এখন দেখিতে পাইবে যে) আমাকে কুফরী করার প্রতিকূল কিরূপ হয়।

৪৭। তুমি বল, 'আমি তোমাদিগকে শুধু একটি কথার উপদেশ দিতেছি যে, তোমরা দুই দুইজন করিয়া এবং এক একজন করিয়া আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা কর (তখন নিশ্চয় তোমরা বুঝিতে পারিবে) যে, তোমাদের এই সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্নততা নাই, সে তোমাদের জন্য আসন্ন কঠোর আযাব সম্বন্ধে একজন সতর্ককারী মাত্র।'

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خُفٍّ وَقُلْ إِنَّمَا أَدْعِيكُمْ مِمَّا يَتَذَكَّرُ إِنَّكُمْ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ

৪৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট (সত্য প্রচারের বিনিময়ে) যাহা কিছু পারিশ্রমিক চাহিয়া থাকি উহা তোমাদেরই জন্য। আমার পারিশ্রমিক একমাত্র আল্লাহর নিকট আছে; বস্তুতঃ তিনিই প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।'

قُلْ مَا سَأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

৪৯। তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক অবশ্যই সত্যকে (মিথ্যার উপর) নিরূপণ করেন (মিথ্যাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার জন্য)। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাত্মান।'

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَغْفِرُ بِالْحَقِّ عَمَّا يُصِيبُ

৫০। তুমি বল, 'পূর্ণ সত্য আসিয়াছে, বস্তুতঃ মিথ্য (কোন কিছু) উদ্ভাবনও করিতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও করিতে পারে না।'

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلُ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ

৫১। তুমি বল, 'যদি আমি বিভ্রান্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে আমার বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই উপর বর্তিবে; এবং যদি আমি হেদায়াতের উপর থাকি তাহা হইলে ইহা শুধু সেই ওহীর কারণে যাহা আমার প্রতিপালক আমার প্রতি করিতেছেন। নিশ্চয় তিনি সর্বপ্রোতা, সন্নিবর্তন।'

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَمَا يُؤْمِرُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

৫২। এবং যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িবে এবং তাহাদের পলায়নের কোন পথ থাকিবে না এবং তাহারা এক নিকটবর্তী স্থান হইতে ধৃত হইবে।

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ قُرْعُوا فَلَانْتَوَتْ وَأَخَذُوا مِنْكُمْ مَتَاعًا قَرِيبٌ

৫৩। এবং তাহারা বলিবে, 'আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম।' কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে ইহাকে হাসিল করা তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইবে ?

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِنَّا لَكُمُ التَّنَازُشُ مِنْ مَّكَانٍ
بُيُوتٍ ۝

৫৪। অথচ তাহারা ইহাকে ইতিপূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল এবং দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধে আনুমানিক আপত্তি করিত।

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُولُونَ وَالْغَيْبُ مِنَ
مَّكَانٍ يُبَيَّنُ ۝

৫৫। এবং তাহাদের মধ্যে এবং তাহারা যাহার কামনা করিত উহার মধ্যে সেইভাবে বাধা সৃষ্টি করা হইবে যেভাবে ইতিপূর্বে তাহাদের সমস্তুল্য দলগুলির জন্য করা হইয়াছিল; নিশ্চয় তাহারা এক উৎকণ্ঠাজনক সন্দেহে নিপতিত ছিল।

وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ
بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُذِيبٍ ۝